উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

জেল আপীল নং-৫৩৩/২০০৬

মোঃ হযরত আলী

---দন্ডিত আপীলকারী।

সঙ্গে

জেল আপীল নং-৫৩৬/২০০৬

নবী হোসেন

----দন্ডিত -আপীলকারী।

সঙ্গে

জেল আপীল নং-৫৩৭/২০০৬

মিজান

----দন্ডিত -আপীলকারী।

সঙ্গে

জেল আপীল নং-৫৩৮/২০০৬

ফারুক

----দন্ডিত -আপীলকারী।

এবং

জেল আপীল নং-৫৩৯/২০০৬

মোঃ মহিউদ্দিন

----দন্ডিত -আপীলকারী।

বনাম

রাষ্ট্র

---প্রতিবাদীগণ (৫টি মামলার)পক্ষে।

জনাব মোঃ বাহারুদ্দিন আল রাজী,

জনাবা আঞ্জুমান আরা বেগম,

জনাব রফিকুল ইসলাম সোহেল, এ্যাডভোকেটবৃন্দ

তালিকাভুক্ত আইনজীবী।

---আপীলকারী পক্ষে।

জনাব গাজী মোঃ মামুনুর রশিদ, এ,এ,জি

-- প্রতিবাদীগণ পক্ষে (সকল জেল আপীলে)।

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ২৩ অক্টোবর, ২০১১ ইং।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

উপরোক্ত জেল আপীলগুলি একই দন্ডাদেশ ও সাজার রায় হইতে উদ্ভব বিধায় একই সঙ্গে শুনানীর জন্য লওয়া হইল এবং একই রায়ে নিস্পত্তি করা হইল।

প্রকাশ থাকে যে, অত্র জেল আপীলগুলির সঙ্গে একত্রে আরো তিনটি জেল আপীল যথা ৪৩৪, ৫৩৫, ৫৪০/২০০৬ একই সঙ্গে শুনানীর নির্দেশ ছিল কিন্তু উক্ত তিনটি আপীলে আপীলকারীপক্ষ হইতে ওকালতনামা দায়ের করার ফলে নিয়মিত আপীল হিসাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, সেহেতু একই সঙ্গে শুনানী করা সম্ভব হইল না।

দন্ডিত আপীলকারীগণ ১৬ নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা কর্তৃক, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১৩৮ /২০০৩, যাহার জি, আর নং ৬৮/২০০৩, সাভার থানার মামলা নং ৬১ তারিখ ৩১/০১/২০০৩, অস্ত্র আইনের ১৯ এ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে আপীলকারী প্রত্যেককে ১০(দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত আপীলকারীগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে জেলখানা হইতে জেল আপীল দাখিল করিলেও আপীলগুলি একই সঙ্গে শুনানীর জন্য আপীল গৃহীতকালীন সময়ে আদেশ হয়।

আপীলগুলি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, এজাহারকারী এস, আই, মদন মোহন বনিক আসামী মজিবর রহমানকে সাভার থানার মামলা নং-২৩ তারিখ ১১/০১/২০০৩ ধারা ৩৯৫ দন্ডবিধি এর আসামী হিসাবে তিনদিন পুলিশ রিমান্ডে আনেন। মজিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে স্বীকার করে যে, তাহারা সংঘবদ্ধভাবে কেরানীগঞ্জ সহ বিভিন্ন থানা এলাকায় ডাকাতি করে। তাহাদের দলের অনেকের নিকট অস্ত্র আছে। তাহারা সাধারণতঃ ঢাকা মিরপুর সনি সিনেমা হলের নিকটে এবং চিড়িয়াখানা রোডে সাব্বির জুয়েলার্স দোকানে একত্রিত হইয়া ডাকাতির পরিকল্পনা করে এবং উক্ত দোকানে ডাকাতির

মালামাল বিক্রী করে। আসামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এজাহারকারী সংগীয় ফোর্সসহ বিগত ৩১-১-২০০৩ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ২.৩০ মিনিটের সময় সাভার থানাধীন ফিরিঙ্গিকান্দা গ্রামের হযরত আলীর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রমজান আলীর শিম খেতের ভিতর মাটির নীচ হইতে সাদা পলিথিনে পেচানো অবস্থায় একটি. বিদেশী একনলা বন্দুক এবং একটি দেশীয় তৈরী একনলা বন্দুক সাক্ষীদের সামনে আসামী হযরত আলী নিজ হাতে বাহির করিয়া দিলে এজাহারকারী উহা জব্দ করেন। অন্যান্য আসামীগণ উল্লেখিত ঘটনার সহিত জড়িত। উল্লেখিত অস্ত্রের ব্যাপারে আসামীগণ কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে পারে নাই। আসামী হযরত এবং ফারুক সাভার থানার মামলা নং ২৩(৯) ২০০১ ধারা ৩৯৯/৪০২ দন্ডবিধি এবং মামলা নং ৩১(৯) ২০০১ ধারা ৩৯৫/৩৯৭/৪১২ দন্ডবিধি এর এজাহারভুক্ত আসামী। তাহা ছাড়া আসামীরা কেরানীগঞ্জ এবং সাভার থানার ডাকাতি এবং খুন সহ ডাকাতির অনেক মামলার আসামী। আসামীদের নিকট হইতে আরো অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এর জন্য সহযোগী আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা থাকায় অভিযোগ করিতে কিছুটা বিলম্ব হইল। আসামী মহিউদ্দিনের কথামতো রইচ উদ্দিনকে গ্রেফতার করার পর রইচউদ্দিনের হেফাজত হইতে একটি রিভলভার ও তিনটি বন্দুক এস, আই, ফিরোজ তালুকদার উদ্ধার করেন। আসামী রইচ উদ্দিনও এই ডাকাত দলের সদস্য এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্রের ব্যাপারে তাহার জানা ছিল। আসামী হযরত আলী নিজ হাতে অস্ত্র বাহির করে দেওয়ায় এবং আসামী স্বপন, মধু, নবী হোসেন, মিজান, ফারুক, মজিবুর রহমান, মহিউদ্দিন এবং রইচউদ্দিন অস্ত্রের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকায় এবং অস্ত্র

দ্বারা একত্রে ডাকাতি সংগঠন করিয়া উল্লেখিত ৯ জন আসামীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯-এ ধারায় অপরাধ করায় এজাহারকারী উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান।

উক্তরূপ এজাহারের প্রেক্ষিতে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে একটি নিয়মিত মামলা রুজু হয় যাহার নং ৬১ তাং ৩১-১-২০০৩ ধারা অস্ত্র আইনের ১৯(এ) অতঃপর, মামলাটির তদন্ত করিবার জন্য এস, আই, শিকদার মোঃ শামীম হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র সহ অংকন করেন। সাক্ষীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে জবানবন্দী রেকর্ড করেন। অতঃপর, সাক্ষী প্রমানে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হইলে অস্ত্র আইনের ১৯-এ ধারায় বিগত ইং ১৪-২-২০০৩ তারিখ সাভার থানার ৪৩ নং অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

মামলাটি বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত হইলে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অত্র মামালাটি বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল নং ১, ঢাকার আদালতে প্রেরণ করিলে, বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা বিগত ইং ২১-৬-২০০৩ তারিখে মামলাটি আমলে গ্রহণ করেন এবং বিচার নিস্পত্তির জন্য ২০-৮-২০০৫ ইং তারিখ ১৬ নং ট্রাইব্যুনালে বদলী করেন। অতঃপর ১৪-৯-২০০৩ ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া তাহাদের পড়িয়া শুনাইলে তাহারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করেন।

রাষ্ট্রপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য অভিযোগপত্রের ১৬ জন সাক্ষীর মধ্যে ৮ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করিয়াছেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইলে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তাহাদের উপস্থিত আসামীরা পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন, সাফাই সাক্ষী দিবেন না ও কাগজপত্র দাখিল করিবেন না মর্মে ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি অভিযোগপত্রসহ অন্যান্য প্রদর্শনীসমূহ বিচার বিশ্লেষণ মূল্যায়ন করিয়া সাক্ষীদেরকে উপরোক্ত দন্ডাদেশ প্রদান করেন যাহার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত আপীলকারীগণ জেলখানা হইতে অত্র জেল আপীলগুলি দায়ের করেন।

আপীলকারীদের পক্ষে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বাহার উদ্দিন আল রাজী আপীলগুলি শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, আপীলকারীগণ নির্দোষ তাহাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নাই। কথিত অস্ত্রগুলি উন্মুক্ত জায়গা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, যাহা আপীলকারীদের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে ছিল না বিধায় অস্ত্র আইনের ১৯(ক) বা ১৯(চ) ধারায় কোন অপরাধ সংগঠিত হয় নাই। আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে মামলা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বিধায় অত্র দন্ডাদেশ রদ ও রহিত হইবে এবং দন্ডিত আপীলকারীগণ বেকসুর খালাস পাওয়ার হকদার।

অন্যদিকে প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সরদার সঙ্গে বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব গাজী

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ নিবেদন করেন যে ট্রাইব্যুনাল যথার্থই বিবেচনা সাপেক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া আপীলকারীদের সাজা প্রদান করিয়াছেন। আপীলকারীদের বর্ণনা মতেই কথিত অস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে সেহেতু কথিত অস্ত্র আপীলকারীদের একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত। রাস্ট্রপক্ষ আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাই ট্রাইব্যুনাল যথার্থই আপীলকারীদের দন্ড প্রদান করিয়াছেন, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে বহাল থাকার নিবেদন করেন।

আমারা এখন দেখিব ট্রাইব্যুনাল মামলার নথিপত্র ও বর্ণিত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দন্ডিত-আপীলকারীদের যে সাজা প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনানুগ হইয়াছে কিনা এবং দন্ডিত আপীলকারীগণ কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা?

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নং সাক্ষী দেলোয়ার হোসেন কনষ্টেবল নং ৪৫২ এজাহারের সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়া বলেন যে, তিনি বিগত ৩০-১-২০০২ তারিখে আসামী মজিবরকে নিয়া মিরপুর ফারুকের বাসায় যান। ফারুককে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে মহিউদ্দিনের কথা বলে। মহিউদ্দিনের মোবাইলের সহায়তা আসামী হযরত, মহিউদ্দিন, ফারুক, মধু, স্বপন, মিজান সহ অন্যান্য অসামীদের ধৃত করিয়া সাভার থানায় নিয়া যান। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অস্ত্রের কথা স্বীকার করে এবং বলে যে, অস্ত্র আসামী হযরতের বাড়ী ফিরিঙ্গিকান্দা গ্রামে আছে। অতঃপর রাত্র ২ টা/আড়াইটার দিকে ফিরিঙ্গিকান্দা হযরতের বাড়ী যান। আসামী হযরতের বাড়ীর

সংলগ্ন নিম গাছের নীচ থেকে দুইটি বন্দুক সে নিজে বাহির করিয়া দেয়। অতঃপর, তাহারা উক্ত অস্ত্র জব্দ করিয়া থানায় চলিয়া আসেন। আসামীগণ উক্ত অস্ত্র দিয়া ডাকাতি করিত। অত্র সাক্ষী সকল আসামীদের আদালতের ডকে সনাক্ত করেন।

জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, তিনি ডি,বিতে বর্তমানে কর্মরত আছেন। আসামী হযরত আলী, স্বপন, মধু, ফারুক গংদের কাছে অস্ত্র আছে মর্মে স্বীকার করে একথা তিনি আই/ও এর কাছে বলিয়াছেন কিনা তাহা তাহার মনে নাই। তিনি মোবাইলের কথা আই/ও সাহেবের কাছে বলিয়াছেন। হযরত আলী ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেয় নাই। সকল আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। অত্র সাক্ষী জেরায় আরো বলেন যে, আসামী হযরত আলী ছাড়া অন্য কোন আসামীদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয় নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নং সাক্ষী আফজাল হোসেন, তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ৩০-১-২০০৩ ইং তারিখে ঘটনা হয়। তিনি উক্ত দিন এস, আই, আমিনুল ইসলামের সহিত ডিউটিতে ছিলেন। তাহারা টেলিফোনের সংবাদ পাইয়া মিরপুর গিয়া মহিউদ্দিন এবং মজিবরকে আটক করিয়া থানায় নিয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা অস্ত্রের কথা স্বীকার করে। হযরত আলীর মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে গ্রেফতার করা হয়। সে অস্ত্রের কথা জানে। তাহাকে ফিরিঙ্গিকান্দা নিয়া যাওয়া হয়। ফিরিঙ্গিকান্দা বাজারের দোকানের পিছনের মাটির নিচে থেকে পলিথিনের কাগজে মোড়ানো অবস্থায় অস্ত্র দুইটি স্বপন বাহির করিয়া দেয়। বাকী অস্ত্র হযরত

আলী তাহার বাড়ীর পাশ থেকে বাহির করিয়া দেয়। অত্র সাক্ষী আরো বলেন যে, তাহারা মোট ৯ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। আসামীগণ হইল হযরত আলী, স্বপন, মধু, নবী হোসেন, ফারুক, মিজান, মজিবর, মহিউদ্দিন ও রইচ উদ্দিন। অত্র সাক্ষী আসামীগণকে আদালতের ডকে সনাক্ত করেন।

জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, থানায় হযরত আলী অস্ত্রের কথা স্বীকার করে। সে আই/ওর কাছে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। আসামী মধুর কাছ থেকে কোন অস্ত্র পাওয়া যায় নাই, তবে সে সাথে ছিল। আসামী মজিবরের কাছে কোন অস্ত্র পান নাই, তবে সে সাথে ছিল। আসামী মিজান থেকে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই, তবে সে সাথে ছিল। আসামী ফারুকের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই তবে সে সাথে ছিল। সে মোবাইল করে সব আসামীদের ধৃত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। আসামী মহিউদ্দিন অস্ত্রের করা স্বীকার করে, তবে তাহার কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। অত্র সাক্ষী জেরায় আরো বলেন যে, ঘটনার পরে আসামী রইসকে তাহারা গ্রেফতার করেন। অত্র অসামীর কাছ থেকে কোন অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। আসামী হযরত আলী জেরা করিতে অস্বীকৃতি জানান। আসামী স্বপনের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী এই মর্মে সাজেশন প্রদান করেন যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষী দিলেন তাহা অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী শফিকুল ইসলাম কনষ্টেবল নং ৫৮৫ কে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক টেন্ডার ঘোষণা করা হয়। অত্র সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তিনি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪ নং সাক্ষী জগদীস সাহা, কনষ্টেবল নং ৪১৬ কে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক টেন্ডার ঘোষণা করা হয় এবং আসামী স্বপন পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী অত্র সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন প্রদান করেন যে, তিনি হযরত আলীকে শুধু নিয়া যান বা তিনি মিথ্যা সাক্ষী দিতেছেন তাহা অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫ নং সাক্ষী মোঃ মঞ্জুর কাদের তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ৩০-১-২০০৩ ইং তারিখে তিনি সাভার থানায় কর্মরত থাকাকালে সন্ধিগ্ন আসামী মজিবরকে গ্রেফতার করিয়া পুলিশের হেফাজতে নিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে ডাকাতির ঘটনা স্বীকার করে এবং অপর সংগীদের নাম বলে। এই প্রেক্ষিতে মিরপুর থনানাধীন চিড়িয়াখানা রোডে সে আসামী হযরত আলী, রতন, স্বপন, মধু, নবী হোসেন, মিজান, ফারুক, মহিউদ্দিনদের গ্রেফতার করেন এবং জিজ্ঞাসাবাদে তাহারা ডাকাতির ঘটনা স্বীকার করে এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র আছে মর্মে তাহারা জানায়। এই প্রেক্ষিতে আসামী হযরত আলী ও স্বপনকে নিয়া এ,এস,আই, আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে তিনি এস,আই, মদন মোহন সাহা সংগীয় ফোর্স নিয়া সাভার থানাধীন ফিরিঙ্গিকান্দা গ্রামে যাইয়া আসামী হযরত আলীর বাড়ীর পাশে একটি ক্ষেতে মাটির নিচে পোতা অবস্থায় একটি পলিথিনের ব্যাগে রাখা দুইটি বন্দুক হযরত আলী নিজ হাতে ২.৩০ মিনিটের সময় বাহির করিয়া দেয়। তখন এস, আই, মদন মোহান সাক্ষীদের সামনে জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করেন। অত্র সাক্ষী আসামীগণকে আদালতের ডকে সনাক্ত করেন।

জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, সাভার থানা থেকে ফিরিঙ্গিকান্দার দূরত্ব ১০/১২ কিলোমিটার। ঘটনাস্থলে যাইতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগে। তিনি রাত্র সোয়া ২ টায় ঘটনাস্থলে পৌছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী অত্র সাক্ষীকে এইমর্মে সাজেশন প্রদান করেন যে, তিনি ঘটনাস্থলে যান নাই বা তিনি আই/ও এর কথা মত মিথ্যা সাক্ষী দিতেছেন বা কোন ঘটনাই ঘটে নাই তাহা অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন। অত্র সাক্ষী জেরায় আরো বলেন যে, আসামী মধুর কাছ থেকে কোন অস্ত্র উদ্ধার হয় নাই তবে তাহার অস্ত্র সংক্রান্ত জ্ঞান ছিল অন্যান্য আসামীদের পক্ষে জেরা এ্যাডোপটেড হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী আমিনুল হক, তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ৩০-১-২০০৩ তারিখে তিনি এস, আই, হিসাবে সাভার থানায় কর্মরত থাকাকালে এস, আই, মদন মোহন সহ ফিরিঙ্গিকান্দা গ্রামের ধৃত আসামী হযরত আলীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক তাহার বাড়ী যান। তাহার বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে আঃ রহমানের শিম ক্ষেতের আইলের সামান্য ভিতরে ধৃত আসামী হযরত তাহার নিজ হাতে মাটির নিচ হইতে সাদা পলিথিনের মোড়ানো একটি দেশীয় তৈরী বন্দুক, একটি বিদেশী বন্দুক রাত্র ২.৩০ মিনিটের সময় বাহির করিয়া দেয়। অতঃপর, জব্দ তালিকা করে তাহার হেফাজতে উক্ত অস্ত্র দুইটি নেন। অসামী মজিবর, নবী হোসেন, মধু, মিজান, স্বপন, রইসুদ্দিন গংদের অস্ত্র সংক্রান্ত জ্ঞান আছে।

জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, সাভার থানা থেকে ফিরিঙ্গিকান্দার দূরত্ব ২০/২৫ কিলোমিটার। কত সময় লাগে যাইতে জানেন না। আসামীকে বাদী নিয়া

যাইতে তিনি দেখিয়াছেন। মাত্র অত্র সাক্ষী আদালতে সনাক্ত করেন। জব্দ তালিকায় জজ মিয়া ও আঃ বারেক সহ অপর ২ জন সাক্ষী আছে। তিনি তাহাদের নাম জানেন না। আসামী মধু ও নবী হোসেনের পক্ষে জেরা এডোপটেড হয়। আসামী স্বপন পক্ষে অত্র সাক্ষী জেরায় বলেন যে, হযরত আলীর কথামত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। অন্য আসামীগণ ঘটনাস্থলে ছিল না। মজিবর রহমান ও অস্ত্র সংক্রান্তে স্বীকার করে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষী মোঃ শামিম হোসেন তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি গত ৩১-১-২০০৩ ইং তারিখে এস, আই, হিসাবে ডি,বি ঢাকাতে কর্মরত থাকাকালীন অত্র মোকদ্দমার আই/ও হইয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র অংকন করেন। অত্র সাক্ষী মানচিত্র প্রদর্শনী-১ এবং স্বাক্ষর প্রদর্শণী ১/১, সূচী প্রদর্শনী-২ এবং স্বাক্ষর প্রদশর্নী-২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জব্দকৃত আলামত একটি বিদেশী বন্দুক ও একটি দেশীয় তৈরী বন্দুক তাহার হেফাজতে নেন। তিনি অত্র মোকদ্দমার সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন। ধৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় সাভার থানার অভিযোগ গত্র নং ৪৩ তারিখ ১৪/০২/২০০৩ ইং তারিখ দাখিল করেন। অত্র সাক্ষী আসামীগণকে আদালতের ডকে সনাক্ত করেন। অত্র সাক্ষী আলামত বস্তু প্রদর্শনী-1 হিসাবে চিহ্নিত করেন।

জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, ৩১/০১/২০০৩ ইং তারিখ তিনি আই/ও নিযুক্ত হন। ঘটনাস্থলের পূর্ব পাশে আসামী হযরত আলীর বসতবাড়ী, পশ্চিম পার্শ্বে আ°াস আলীর ফাঁকা জমি দক্ষিণে রহমত আলীর জমি। অতঃপর গ্রাম ও বাড়ীঘর

আছে। অত্র সাক্ষী ঘটনাস্থল সনাক্ত করেন। তিনি ঘটনাস্থলের আশে পাশের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী অত্র সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন প্রদান করেন যে, আসামীদের দখল হইতে কোন অস্ত্র উদ্ধার করা হয় নাই তাহা অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্র পক্ষের ৮ নং সাক্ষী মদন মোহন বনিক যিনি অত্র মামলার বাদী। তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ৩০-০১-২০০৩ ইং তারিখে সাভার থানায় এস,আই হিসাবে কর্মরত থাকাকালে অত্র মোকাদ্দমার বাদী হন। উক্ত সময় ২৩(১)০৩ নং মোকদ্দমায় মজিবুর রহমান রিমান্ডে আনিয়া যৌথভাবে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানায় যে, সে এবং তাহার দলের অন্যান্য সদস্যরা সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদস্য। তাহারা মিরপুর থানাধীন সনি সিনেমা হলের সামনে এবং মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে সাব্বির জুয়েলারে সমমেত হইয়া ডাকাতির পরিকল্পনা করে এবং ডাকাতিতে উদ্ধারকৃত স্বর্ণ সাব্বির জুয়েলার্সের কাছে বিএী করে। উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফোর্সসহ সাভার সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে যান এবং সেখানে অবস্থান করে বিভিন্ন কৌশলে আসামী হযরত আলী, স্বপন, ফারুক, মধু, মিজান মহিউদ্দিন, নবী হোসেনকে গ্রেফতার করেন। তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদে তাহারা জানায় যে, আসামী হযরত আলীর নিকট দুইটি এবং পলাতক আসামী রইসুদ্দিনের নিকট একটি রিভলভার ও ৩ টি বন্দুক এবং আসামী স্বপনের নিকট অস্ত্র আছে যা তাহারা ডাকাতির সময় ব্যবহার করে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

এম, আব্দুল্লাহ সহ এস, আই, ফিরোজ তালুকুদারের নেতৃত্বে আসামী মহিউদ্দিন সহ পলাতক আসামী রইসুদ্দিনের অস্ত্র উদ্ধারের জন্য চলিয়া যান। মোঃ আতিকুর রহমান সহ পুলিশ সুপার সাভার সার্কেল এর নেতৃত্বে তিনি সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ গ্রেফতারকৃত আসামী হযরত আলী ও সকল আসামীগণ সাভার থানাধীন ফিরিঙ্গিকান্দা গ্রামে যান। সহকারী পুলিশ সুপার আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংগীয় ফোর্স ও গ্রেফতারকৃত আসামী নিয়া ৩১-০১-২০০৩ ইং তারিখ রাত্র ২.৩০ মিনিটের সময় গিয়া হযরত আলীর বাড়ীর পশ্চিম পাশে জনৈক রমজান আলীর শিম ক্ষেতের সামান্য ভিতরে পলিথিনের মধ্যে রাখা একনলা বন্দুক গণি এ্যান্ড কোম্পানী স্মিথ শিয়ালকোট নম্বার ১৭৯৬ কাঠের বাট সহ অনুমান ৪ ফুট লম্বা ও একটি দেশীয় তৈরী এক নলা কাঠের বাট সহ নিজ হাতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে বাহির করিয়া দিলে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিয়া অস্ত্র নিজ হেফাজতে নেন। অত্র সাক্ষী জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৩ এবং স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৩/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অতঃপর, অস্ত্র ও আসামী সহ থানায় গিয়া এজাহার দায়ের করেন। অত্র সাক্ষী এজাহার প্রদর্শনী ৪ এবং স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৪/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আলামত বস্তু প্রদর্শনী 1 সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, ফিরিঙ্গিকান্দা যাইতে তাহাদের দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগে। সরকারী গাড়ীতে ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ আই/ও সাহেব করেন। ঘটনার সময় রাত্র প্রায় ২ টা। শিম খেতের পাশে কি ছিল তাহা মনে নাই। জব্দ তালিকার সাক্ষীদের ফিরিঙ্গিকান্দা থেকেই নেওয়া হয়। হযরত আলীর

বাড়ী ফিরিঙ্গিকান্দা। মিজান ও মজিবরের বাড়ী অন্য গ্রামে। হযরতকে মিরপুর থেকে মিজানকে ও মিরপুরথেকে গ্রেফতার করা হয়। মজিবরকে পুলিশ ধৃত করে। বর্ণিত ঘটনায় একই দিনে তিনটা মামলা হয়। তিনটি মামলাই অস্ত্রের মামলা। অত্র সাক্ষীকে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী এই মর্মে সাজেশন প্রদান করেন যে, তিনি মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিতেছেন তাহা অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন।

সংক্ষিপ্ত আকারে সাক্ষীদের বক্তব্য হইতেছে যে, ১ নং সাক্ষী বলেন, আসামী হযরতের বাড়ীর সংলগ্ন নিম গাছের নীচ থেকে ২ টা বন্দুক সে নিজে বাহির করিয়া দেয়। অতঃপর, তাহারা উক্ত অস্ত্র জব্দ করিয়া থানায় চলিয়া আসেন। আসামী হযরত আলী, স্বপন, মধু, ফারুক গংদের কাছে অস্ত্র আছে মর্মে স্বীকার করে একথা তিনি আই/ও এর কাছে বলিয়াছেন কিনা তাহা তাহার মনে নাই। হযরত আলী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেয় নাই।

২ নং সাক্ষী বলেন, হযরত আলীকে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে ধারা হয়। সে অস্ত্রের কথা জানে। তাহাকে ফিরিঙ্গিকান্দা নিয়া যাওয়া হয়। ফিরিঙ্গিকান্দা বাজারের দোকানের পিছনের মাটির নিচে থেকে পলিথিনের কাগজে মোড়ানো অবস্থায় অস্ত্র দুইটি স্বপন বাহির করিয়া দেয়। তিনি হযরত আলী অস্ত্রের কথা স্বীকার করে। সে আই/ওর কাছে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। আসামী মধুর কাছ থেকে কোন অস্ত্র পাওয়া যায় নাই তবে সে সাথে ছিল। আসামী মজিবরের কাছে কোন অস্ত্র পান নাই। তবে সে সাথে ছিল। আসামী মিজান থেকে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই তবে সে সাথে ছিল। আসামী ফারুকের কাছ

থেকে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই তবে সে সাথে ছিল। সে মোবাইল করে সব আসামীদের ধৃত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। আসামী মহিউদ্দিন অস্ত্রের করা স্বীকার করে, তবে তাহার কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই।

৩ নং সাক্ষী সাক্ষী সফিকুল ইসলাম কনষ্টেবল নং ৫৮৫ কে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক টেন্ডার ঘোষণা করা হয়। অত্র সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তিনি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

৪ নং সাক্ষী জগদ্বীশ সাহা কনষ্টেবল নং ৪১৬ কে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক টেন্ডার ঘোষণা করা হয় এবং আসামী স্বপন পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী অত্র সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন প্রদান করেন যে, তিনি হযরত আলীকে শুধু নিয়া যান বা তিনি মিথ্যা সাক্ষী দিতেছেন তাহা অত্র সাক্ষী অস্বীকার করেন।

৫ নং সাক্ষী বলেন, আসামী হযরত আলী ও স্বপনকে নিয়া এ,এস,আই, আতিকুর রহমানের নের্তৃত্বে তিনি এস,আই, মদন মোহন সাহা সংগীয় ফোর্স নিয়া সাভার থানাধীন ফিরিঙ্গিকান্দা গ্রামে যাইয়া আসামী হযরত আলীর বাড়ীর পাশে একটি ক্ষেতের মাটির নিচে পোতা অবস্থায় একটি পলিথিনের ব্যাগে রাখা দুইটি বন্দুক হযরত আলী নিজ হাতে ২.৩০ মিনিটের সময় বাহির করিয়া দেয়।

৬ নং সাক্ষী বলেন, তাহার বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে আঃ রহমানের শিম ক্ষেতের আইলের সামান্য ভিতরে ধৃত আসামী হযরত তাহার নিজ হাতে মাটির নিচ হইতে সাদা পলিথিনের মোড়ানো একটি দেশীয় তৈরী বন্দুক, একটি বিদেশী বন্দুক রাত্র ২.৩০ মিনিটের সময় বাহির করিয়া দেয়। অতঃপর, জব্দ তালিকা করে তাহার

হেফাজতে উক্ত অস্ত্র ২টি নেন। অসামী মজিবর, নবী হোসেন, মধু, মিজান, স্বপন, রইসুদ্দিন গংদের অস্ত্র সংক্রান্ত জ্ঞান আছে।

জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, সাভার থানা থেকে ফিরিঙ্গিকান্দার দূরত্ব ২০/২৫ কিলোমিটার। কত সময় লাগে যাইতে জানেন না। আসামীকে বাদী নিয়া যাইতে তিনি দেখিয়াছেন। মাত্র অত্র সাক্ষী আদালতে সনাক্ত করেন। জব্দ তালিকায় জজ মি.য়া ও আঃ বারেক সহ অপর ২ জন সাক্ষী আছে। তিনি তাহাদের নাম জানেন না। আসামী মধু ও নজরুল পক্ষে জেরা এডোপটেড হয়। আসামী স্বপন পক্ষে অত্র সাক্ষী জেরায় বলেন যে, হযরত আলীর কথামত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। অন্য আসামীগণ ঘটনাস্থলে ছিল না।

৭ নং সাক্ষী বলেন, ঘটনাস্থলের পূর্ব পাশে আসামী হযরত আলীর বসতবাড়ী, পশ্চিম পার্শ্বে আককাস আলীর ফাকা জমি দক্ষিণে রহমত আলীর জমি। অতঃপর গ্রাম ও বাড়ীঘর আছে।

৮ নং সাক্ষী বলেন, বিভিন্ন কৌশলে আসামী হযরত আলী, স্বপন, ফারুক, মধু, মিজান, মহিউদ্দিন, নবী হোসেনকে গ্রেফতার করেন। তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদে তাহারা জানায় যে, আসামী হযরত আলীর নিকট দুইটি এবং পলাতক আসামী রইসুদ্দিনের নিকট ১ টা রিভলভার ও ৩ টি বন্দুক এবং আসামী স্বপনের নিকট অস্ত্র আছে যা তাহারা ডাকাতির সময় ব্যবহার করে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম, আব্দুল্লাহ সহ এস, আই, ফিরোজ তালুকদারের নেতৃত্বে আসামী মহিউদ্দিন সহ পলাতক আসামী রইসুদ্দিনের অস্ত্র উদ্ধারের জন্য চলিয়া যান।

মোঃ আতিকুর রহমান সহ পুলিশ সুপার সাভার সার্কেল এর নেতৃত্বে তিনি সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ গ্রেফতারকৃত আসামী হযরত আলী ও সকল আসামীগণ সাভার থানাধীন ফিরিঙ্গিকান্দা গ্রামে যান। সহকারী পুলিশ সুপার আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংগীয় ফোর্স ও গ্রেফতারকৃত আসামী নিয়া ৩১-১-২০০৩ ইং তারিখ রাত্র ২.৩০ মিনিটের সময় গিয়া হযরত আলীর বাড়ীর পশ্চিম পাশে জনৈক রমজান আলীর শিম ক্ষেতের সামান্য ভিতরে পলিথিনের মধ্যে রাখা একনলা বন্দুক গণি এ্যান্ড কোম্পানী স্মিথ শিয়ালকোট নম্বার ১৭৯৬ কাঠের বাট সহ অনুমান ৪ ফুট লম্বা ও ১ টি দেশীয় তৈরী ১ নলা কাঠের বাট সহ নিজ হাতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে বাহির করিয়া দিলে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিয়া অস্ত্র নিজ হেফাজতে নেন।

জেরায় বলেন, ঘটনার সময় রাত্র প্রায় ২ টা। শিম ক্ষেতের পাশে কি ছিল তাহা মনে নাই। জব্দ তালিকার সাক্ষীদের ফিরিঙ্গিকান্দা থেকেই নেওয়া হয়। হযরত আলীর বাড়ী ফিরিঙ্গিকান্দা, মিজান ও মজিবরের বাড়ী অন্য গ্রামে। হযরতকে মিরপুর থেকে মিজানকে ও মিরপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। মজিবরকে পুলিশ ধৃত করে।

তর্কিত রায়ে ৯ (নয়) জনকে দন্ড প্রদান করা হইয়াছে তন্মধ্যে অত্র আদালতের সামনে ৫ জন দন্ডিত-আপীলকারীর আপীল বিচারাধীন যথা (১) হযরত আলী, (২) নবী হোসেন, (৩) মিজান, (৪) ফারুক, (৫) মোঃ মহিউদ্দিন। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় অত্র আপীলকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১নং সাক্ষী বলেন, হযরত আলীর বাড়ী সংলগ্ন নিম গাছের নীচ থেকে ২টা বন্দুক সে নিজে বাহির করিয়া দেয়। ২ নং সাক্ষী বলেন, বাকী অস্ত্র হযরত আলী তাহার বাড়ীর পাশ

থেকে বাহির করিয়া দেয়। এই সাক্ষী জেরা জেরায় বলেন, আসামী নবী হোসেনের কাছে অস্ত্র পান নাই। আসামী মিজান থেকে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। আসামী ফারুকের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। আসামী মহিউদ্দিন অস্ত্রের কথা স্বীকার করে। তবে তাহার কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। ৩নং সাক্ষী বলেন, তিনি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ৫নং সাক্ষী বলেন, হযরত আলীর বাড়ীর পাশে একটি ক্ষেতের মাটির নীচে পোতা অবস্থায় একটি পলিথিনের ব্যাগে রাখা ২টি বন্দুক হযরত আলী নিজ হাতে ২.৩০ মিনিটের সময় বাহির করিয়া দেয়। ৬নং সাক্ষী বলেন, হযরত আলী তাহার বাড়ীর পশ্চিম পাশে আঃ রহমানের শিম ক্ষেতের আইলের সামান্য ভিতরে ধৃত আসামী হযরত আলী তাহার নিজ হাতে মাটির নীচ হইতে সাদা পলিথিনে মোড়ানো একটি দেশী তৈয়ারী বন্দুক, একটি বিদেশী বন্দুক রাত্র ২.৩০ মিনিটের সময় বাহির করিয়া দেয়। আসামী মজিবর, নবী হোসেন, মধু, মিজান, স্বপন, রইস উদ্দিন গংদের অস্ত্র সংক্রান্ত জ্ঞান আছে। জেরায় বলেন, হযরত আলীর কথামত অস্ত্র উদ্ধার হয়। অন্য আসামীগণ ঘটনাস্থলে ছিল না। ৮নং সাক্ষী বলেন, রাত ২.৩০ মিনিটের সময় গিয়া হযরত আলীর বাড়ীর পশ্চিম পাশে জনৈক রমজান আলীর শিম ক্ষেতের সামান্য ভিতরে পলিথিনের মধ্যে রাখা একনলা বন্দুক ৪ ফুট লম্বা ও ১টি দেশীয় তৈরী বন্দুক নিজ হাতে সাক্ষীদের সামনে বাহির করিয়াছেন। ৪ ও ৭নং সাক্ষ্যদ্বয় অস্ত্র সম্পর্কে কোন কিছু বলেন নাই। সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, আপীলকারীদের মধ্যে কেবলমাত্র হযরত আলীকে কথিত অস্ত্রের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিন্তু সকল সাক্ষী তাহা

পরস্পরকে সমর্থন করেন নাই। অধিকন্তু সকল সাক্ষীই পক্ষপাতমূলক সাক্ষী তথা পুলিশ ব্যক্তিত্ব। মামলা প্রমাণে কোন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে এমনকি জব্দ তালিকার কোন সাক্ষীকেও পরীক্ষা করা হয় নাই। আপীলকারী হযরত আলী ছাড়া আর কোন আপীলকারীর নিকট হইতে বা দেখানো মতে কোন অস্ত্র উদ্ধার হয় নাই যাহা সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছেন; সেহেতু তাহাদেরকে অস্ত্র আইনে দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা দেওয়া বে-আইনী।

এখন প্রশ্ন হইতেছে সাক্ষীদের সাক্ষ্যমতে আপীলকারী হযরত আলীর একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে কথিত অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে কিনা এবং আপীলকারীকে সেই অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা দেওয়া ন্যায় সঙ্গত কিনা?

আমরা এজাহার, অভিযোগপত্র, জব্দতালিকা সাক্ষীদের জবানবন্দী অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করিলাম। প্রতীয়মান যে, সাক্ষীদের ভাষ্যমতে কথিত অস্ত্র জনৈক রমজান বেপারীর শিম ক্ষেতের আইলের সামান্য ভিতরে মাটির নিজ হইতে হযরত আলী বাহির করিয়াছেন, যদিও তাহা সকল সাক্ষী একইরুপে সমর্থন করেন নাই। কোন সাক্ষী বলিয়াছেন হযরত আলীর বাড়ীর সংলগ্ন নিম গাছের নীচ হইতে, কেহ বলিয়াছেন বাড়ীর পাশ হইতে, আবার কেহ বলিয়াছেন বাড়ীর পার্শ্বে ক্ষেতের মধ্যে হইতে তবু যদিও ধরিয়া নেওয়া হয় যে, হযরত আলী কর্তৃক দেখানো মতে কথিত অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে কিন্তু উক্ত অস্ত্র যে তথায় আপীলকারী হযরত আলী রাখিয়া ছিলেন তাহার কোন সাক্ষী নাই। স্থানটি একটি উন্মুক্ত ক্ষেত যাহার মালিকও অন্য ব্যক্তি। এইরুপ একটি উন্মুক্ত স্থানে যেখানে

সকলের যাতায়াতের অবাধ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে এবং যে জায়গার মালিক আপীলকারী নয়, সেখানে আপীলকারী কথিত অস্ত্র রাখিয়াছিলেন তাহার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকিলে বলা যাইতে পারে না যে, আপীলকারীই এই কথিত অস্ত্র ঘটনাস্থলে রাখিয়াছেন এবং সেখানে অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার ছিলনা বিধায় তাহা তাহার একান্ত দখল ও নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেই জন্য আপীলকারীকে অবৈধ অস্ত্র দখলে রাখার জন্য দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা দেওয়া যাইতে পারে। যদি সকলের অবাধ যাতায়াতের উন্মুক্ত স্থান হইতে আপীলকারীর দেখানো মতে/তর্কিত অস্ত্র উদ্ধার তর্কের খাতিরে ধরিয়া নেওয়া হইলেও আপীলকারী কর্তৃক কথিত অস্ত্র উক্ত স্থানে রাখার কোন প্রত্যক্ষ বা গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় উক্ত অস্ত্র আপীলকারীর একান্ত দখলে ও নিয়ন্ত্রণে ছিল মর্মে আপীলকারীকে সাজা দেওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না- যাহা উচ্চ আদালতের মীমাংসিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কেবলমাত্র পক্ষপাতমূলক সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে মর্মে সাক্ষীদের সাক্ষ্য মতে আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা প্রদান করিয়াছেন যাহা সত্যই ট্রাইব্যুনালের অমনোযোগীতার বহিঃ প্রকাশ।

অস্ত্র আইনের দন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে মীমাংসিত সিদ্ধান্ত যে,সকলের অবাধ যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা সম্মলিত স্থান হইতে আসামীর দেখানো মতে কথিত অস্ত্র গুলি উদ্ধার হইলেও তাহা রাখার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না থাকিলে বলা যাইবে না যে, কথিত অস্ত্র আসামীর একান্ত দখলে ও নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেই কারণে তাহাকে দোষী

সাব্যস্তক্রমে সাজা দেওয়া সঠিক হইবে না। এ ক্ষেত্রে ৫৯ ডিএলআর, পৃষ্ঠা ৪৮৮-তে আনিছুর রহমান গাজী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজীর এখানে প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "As it is found from the evidence on record that the place from where the arms and ammunitions were recovered as per showing the appellant was absolutely an open place accessible to others.The appellant had no exclusive possession and control of the arms and ammunition in question consciously with mens rea. His appeal is therefore allowed."

২১ ডি,এল,আর, ৬৮৪ পৃষ্ঠা, আরশাদুল্লাহ সঙ্গে নুরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র, ২৭ ডি,এল,আর, ২৫১ পৃষ্ঠা, পিয়ার বাক্স @ পিয়ারী গং বনাম রাষ্ট্র, ৪০ ডি,এল,আর, ৪৯৩ পৃষ্ঠা, আবদুল খালেক বনাম রাষ্ট্র, ৪৪ ডি,এল,আর, ১৫৯ পৃষ্ঠা, আবুল হাসান মাষ্টার বনাম রাষ্ট্র, ৪৭ ডি,এল,আর, ৪৫১ পৃষ্ঠা, ইফতেখার হাসান চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র, ৪৯ ডি,এল,আর ১৬৭ পৃষ্ঠা, তালেবুর রহমান @ তালেব গং বনাম রাষ্ট্র, ৫০ ডি,এল,আর ৩৫৬ পৃষ্ঠা, আবুল কাশেম বনাম রাষ্ট্র, ৫০ ডি,এল,আর ৫১৫ পৃষ্ঠা, নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরগুলিও উল্লেখযোগ্য যেখানে একই রুপ সিদ্ধান্ত হয় এবং ইহা উপরোক্ত নজির গুলির সিদ্ধান্তের আলোকে মীমাংসিত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, যাহা নিম্ন আদালতের উপর সাংবিধানিকভাবে প্রতিপালন বাধ্যতামূলক কিন্তু এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক

অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি অমনোযোগী হইয়া আপীলকারীদের তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজা প্রদান করিয়াছেন; যাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। সার্বিক বিবেচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান রাষ্ট্রপক্ষ আপীলকারীদের বিরুদ্ধে তাহাদের মামলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বিধায় আপীলকারীগণ ন্যায় বিচারের স্বার্থে বেকসুর খালাস পাওয়ার হকদার।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বলা যায় যে, উপরোক্ত জেল আপীগুলির নথিতে সংরক্ষিত অন্য তথ্য-উপাত্ত, উপাদান-উপকরণ,পর্যালোচনাসহ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা পূর্বক মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক অত্র আপীলকারীদেরকে সাজা প্রদান করিয়াছেন, যাহা আইনানুগ হয় নাই বিধায় হস্তক্ষেপযোগ্য এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে রক্ষণীয় নহে মর্মে তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজার রায় রদ ও রহিত হওয়া উচিৎ।

উপরোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে আমরা একমত যে আপীলগুলি মঞ্জুর হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট জোরাল ও যুক্তিযুক্ত হেতুবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে বিধায় আপীলগুলি মঞ্জুর হওয়া আইনানুগ ও ন্যায় বিচারের পরিপূরক।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত, আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে অত্র জেল আপীলসমূহ মঞ্জুর করা হইল। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-১৬, ঢাকা, কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১৩৮/২০০৩ যাহার জি, আর নং-৬৮/২০০৩, সাভার থানার

মামলা নং- ৬১ তারিখঃ ৩১/০১/২০০৩, ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯ এ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রদত্ত ২৩/০৫/২০০৬ ইং তারিখের দন্ডাদেশও সাজার রায় রদ ও রহিত করা হইল। আপীলকারী (১) মোঃ হযরত আলী, (২) নবী হোসেন, (৩) মিজান, (৪) ফারুক, (৫) মোঃ মহিউদ্দিনদেরকে অত্র মামলার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। অন্য কোন মামলায় আটকাদেশ না থাকিলে তাহাদের মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হইল।

অতিসত্ত্বর ট্রাইব্যুনালের নথি ফেরত পাঠান হউক।

বিচারপতি এম, ইনায়েতুর রহিম

আমি একমত।